ঝিনাইদহে মাদ্রাসা শিক্ষকের হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক মাদ্রাসা শিক্ষকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ১লা মার্চ সকালে সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর কলুপাড়া একটি ভাড়াবাসা হয়। পুলিশ জানায়, বাজারগোপালপুর বড়বাড়ি দাখিল মাদ্রাসার সুপার ইসমাইল হোসেন সুজন (৪৫)৷ এর ঘরে হাত-পা বাধা অবস্থায় ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় পরিবারের লোকজন। পরে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। হাতে হাত-পাত বেঁধে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারনা পরিবার ও স্থানীয়দের।নিহত সুজন সদর উপজেলার হলিধানী গ্রামের আবুল খায়েরের ছেলে। গত ৪ বছর ধরে গ্রামের শরিফুল ইসলামের বাড়িতে স্ত্রী সন্তান নিয়ে তিনি বসবাস করে আসছিল।

কুষ্টিয়ায় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস পালিত

‘প্রতিরোধে বাঁচবে জীবন’ এই স্লোগানে কুষ্টিয়ায় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে।
গতকাল রোববার সকাল ১০টায় কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হসপিটালের আয়োজনে দিবসটি পালন করা হয়েছে।
দিবসটি উপলক্ষে কুষ্টিয়া মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হসপিটাল চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় কুষ্টিয়া ডায়াবেটিক সমিতি ও মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক হসপিটালের সভাপতি মতিউর রহমান লাল্টু সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘ডায়াবেটিস রোগ হলে আমরা খুব ভীত হয়ে পড়ি। এটা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। মানুষের ডায়াবেটিস হতেই পারে, এতে বিচলিত না হয়ে ডাক্তারের পরামর্শে সচেতনভাবে চলতে হবে। ডায়াবেটিস রোগ বৃদ্ধি রোধে সবাইকে অনেক সচেতন হতে হবে।
জেলা প্রশাসক আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের জন্য করোনাভাইরাসের টিকা এনেছেন। তাই সবাইকে করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়ার আহ্বান জানাই।’
এতে আরও বক্তব্য দেন হাসপাতালের সাধারণ সম্পাদক মোশফিকুর রহমান টরলিন, ডা. লাল মোহাম্মদ প্রমুখ।
এ সময় হাসপাতালের সেবা গ্রহীতা ও সুধীজনসহ তিন শতাধিক নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

একটি হুইল চেয়ার চায় প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর

জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর (২৭)। পায়ের নিচের অংশ চিকন ও বাঁকা। হামাগুঁড়ি দিয়ে হাটতে হয় তাকে। ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না সে।
দেখে প্রথমে মনে হয় ৮-১০ বছরের শিশু। কিন্তু তার মায়ের কাছ থেকে বয়সের কথা শুনতেই জানা গেলো তার বয়স এখন ২৭ বছর।
কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তা মোড় সংলগ্ন এলাকার সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস গলিতেই এই প্রতিবন্ধী পিয়াসী বাঁশফোর এর বসবাস। অর্ধশতাধীক হরিজন বাসিন্দাদের সাথে বসবাস থাকলেও পিয়াসী বাঁশফোরের বাবা আরেকটি বিয়ে করে অন্যত্র সংসার করছে। তার মা বেগম বাঁশফোর অনেকটা কষ্ট করেই বলে ফেললেন- “কেউ আমাদের দেখে না। এখন আমার মেয়ের একটা হুইলচেয়ার হলেই কেবল তাকে নিয়ে একটু বাড়ির পাশে ঘোরাতে পারতাম।”
এখন এই প্রতিবন্ধী ময়েকে নিয়েই তার মা বেগম বাঁশফোরের সংসার। কোন রকমে মেয়েটাকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি।

একটি ভাঙ্গা হুইলচেয়ারে অবহেলিতভাবে রয়েছে পিয়াসী বাঁশফোর। চাকা ঘোরে না কোনরকমে বসে থাকে এ ভাঙ্গা হুইলচেয়ারে। দেখলাম অনেক শিশুদের ভীড়ে আনন্দ চিত্তে আকাশের দিকে অবলীলায় চেয়ে আছেন পিয়াসী বাঁশফোর। একটি হুইলচেয়ার তাকে আরেকটু আনন্দ বয়ে আনতে সহায়ক হতে পারে। যদি কোন সহৃদয়বান ব্যক্তি তাকে একটি হুইলচেয়ার দিতেন তাহলে বেশ উপকৃত হতো।
ছবি তুলতে চাইতেই হাস্যোজ্জল মুখে পিয়াসী বাঁশফোর ছবি ওঠেন। কিন্তু ইশারায় একটি হুইলচেয়ার চেয় আকুতি জানায় সে।
এ সময় বেগম পিয়াসী বাঁশফোরের মা বেগম বাঁশফোরও মেয়ের জন্য একটি হুইল চেয়ারের আবদার করেছেন।

কুষ্টিয়ায় নারী বাতায়ন’র উদ্যোগে হাসপাতালে হুইল চেয়ার প্রদান

কুষ্টিয়ায় নারীদের নিয়ে কাজ করা সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নারী বাতায়ন এর পক্ষ থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়েছে।
গতকাল রবিবার দুপুরে সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হুইলচেয়ার হস্তান্তর করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা: নাসিমুল বারী বাপ্পী, পিসিসিইইউ’র ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ লয়নী নিহার, নারী বাতায়ন ও মৌবনের কর্মকর্তা মীর তনিমা ও অনিক মাহমুদসহ সংশ্লিষ্টরা।
এ সময় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা: নাসিমুল বারী বাপ্পী সামাজিক ও মানবিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য মৌবন কর্তৃপক্ষ এবং নারী বাতায়ন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। সংগঠনের সভাপতি ও মৌবনের নির্বাহী পরিচালক সাফিনা আনজুম জনী বলেন, ভালো কাজের সঙ্গে সবসময় আমরা ছিলাম আমরা থাকবো। তিনি বলেন, নারী বাতায়ন সংস্থাটি মৌবনের উদ্যোগ। আমরা ব্যবসায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে শামিল হই।

হাসপাতালে একে আমি অনুভব করলাম হাসপাতালে আগত রোগীদের জন্য ট্রলির ব্যবহার রয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধী রোগী আসলে তার জন্য করণীয় তেমন কোন হুইলচেয়ার নেই। তাই হাসপাতালে এই এই হুইলচেয়ার বিতরণ করলাম।

দামুড়হুদায় আলমসাধু চাপায় সার ব্যবসায়ী মনিরুল নিহত

দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী নতুন গ্রামে অবৈধ যান আলমসাধুর চাপায় মনিরুল ইসলাম (৪০) নামের একজন সার ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। মনিরুল ইসলাম সীমান্তবর্তী হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত ছাত্তার বিশ্বাসের ছেলে ও বালাই নাশক সিনজেন্টার ডিলার। গতকাল রবিবার দুপুর ২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে মনিরুল বাইসাইকেল যোগে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিল। এ সময় সে নতুন গ্রাম নামক মোড়ে পৌঁছালে একটি ধান বোঝায় আলমসাধু তাকে ওভার টেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।
এ সময় বাইসাইকেলে থাকা মনিরুল আলমসাধুর নিচে পিষ্ট হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরী বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান কাজল।

আলমডাঙ্গায় সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বেলগাছিতে সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে সোনার বিরুদ্ধে। গতকাল রবিবার সকাল থেকে বেলগাছি

মালিতাপাড়ার ইদগাহ প্রাঙ্গণের রাস্তার পাশ থেকে এ গাছ কাটে বলে এলাকাবাসী জানায়। গাছগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা। জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের মালিথা পাড়ার সোনা । বর্তমানে বেলগাছি-খাসকররা রাস্তা ভাঙাচুরার কারণে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। রাস্তাটি জনগুরুত্বপূর্ণ হলেও এ রাস্তা দিয়ে ভাঙাচুরার কারণে সাধারণ জনগণ কম যাতায়াত করে।
এ সুযোগে বেলগাছি গ্রামের সোনা সুযোগ বুঝে সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কর্তন করে। গাছগুলো গোপনে কেটে বিক্রয়ের চেষ্টা চালালেও এলাকাবাসীর তোপের মুখে রেখে দেয়।
এ ঘটনা নিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হলে সোনা কর্তনকৃত গাছ মসজিদে দান করে দিয়েছে বলে এলাকাসূত্রে জানা যায়।

প্রযুক্তির যুগে লাঙল-মই দিয়ে চাষাবাদ গ্রামীণ ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়

গ্রামবাংলা থেকে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে লাঙ্গল দিয়ে হাল চাষ ও মই দিয়ে জমিতে কাঁদা করার ঐতিহ্য। বছর কয়েক আগেও দেখা যেত গ্রামবাংলার কৃষকরা কাঁকডাকা ভোরে কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল, মই আর এক জোড়া গরুর দড়ি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যেত জমিতে চাষাবাদের জন্য। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে কৃষকদের জীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে কৃষিতেও। আধুনিকতার ছোঁয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশ পরিবর্তন। তাই গ্রামের কৃষকরা এখন গরুর পরিবর্তে ট্রাক্টর বা পাওয়ার ট্রিলার দিয়ে চাষাবাদ করছে। এখন আর গ্রামগঞ্জে সকালে কাঁধে লাঙল-জোয়াল, মই আর গরু নিয়ে মাঠে যেতে আগের মত আর দেখা যায় না কৃষকদের। বিদেশি যন্ত্রের কারণে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য লাঙল দিয়ে হাল চাষ। কৃষিপ্রধান এই দেশে হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লাঙ্গল-জোয়াল ও মই। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে হাল চাষের পরিবর্তনে এখন ট্রাক্টর অথবা পাওয়ার টিলার দিয়ে জমি চাষ করা হয়।

এক সময় দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে কৃষকরা গরু পালন করত হাল চাষ করার জন্য। আবার কিছু মানুষ গবাদিপশু দিয়ে হাল চাষকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে ছিলেন। নিজের সামান্য জমির পাশাপাশি অন্যের জমিতে হাল চাষ করে তাদের সংসারের ব্যয় বহন করত। এখন সেই দৃশ্য আর চোখে পড়ে না। জমি চাষের প্রয়োজন হলেই অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়ার টিলার ট্রাক্টরসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে হচ্ছে জমি চাষাবাদ। তাই কৃষকরা এখন পেশা বদল করে অন্য পেশায় ঝুঁকছেন। কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, অগে তো গরু দিয়েই চাষাবাদ করতাম। তখনকার সময়ে জমিতে ফলনও বেশি হত। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কতকিছুই পরিবর্তন হয়েছে। চাষাবাদে এখন আর গরু লাগেনা সময় বাঁচাতে সবাই ট্রাক্টর দিয়ে হালচাষ করে। জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও ফসলের চাষাবাদ করতে সার, কীটনাশক সাশ্রয় পায়। কষ্ট হলেও গরু দিয়ে হাল চাষ করা ভালো। গ্রামবাংলার এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে এখনও বাপ-দাদার পেশা ধরে রেখেছি। প্রযুক্তির এই যুগে লাঙল-মই দিয়ে চাষাবাদ গ্রামীণ ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়।

কার্পাসডাঙ্গায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি হচ্ছে ভেজাল ডিটারজেন্ট

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার নতুন পড়ায় শাফা কেমিক্যাল কোং নামের একটি প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করা হচ্ছে ঝিলিক ডিটারজেন্ট পাউডার। প্রতিষ্ঠানটির ভিতরে প্রবেশ করলে অনায়াসে নিঃশ্বাসের সাথে পাউডারের কণা প্রবেশ করবে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক তরিকুল ইসলাম ও তার একমাত্র সহকারী যার নেই কোন ডিটারজেন্ট তৈরির ন্যূনতম একাডেমিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ।
অভিযোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির ঠিক কোন কাগজপত্র নেই। তারিকুল যে ঝিলিক পাউডার তৈরি করছেন সে পাউডারের বাজার মূল্য অন্যআন্য পাউডারের তুলনায় অনেক কম। বর্তমান বাজারের বিভিন্ন কোম্পানির পাউডার রয়েছে যেমন- রিং হুহল পাওয়ার, হুহল পাউডার, সার্ফএক্সেল ,

শৈলকুপায় নৌকা প্রার্থী শেফালী বেগম বিজয়ী

বিস্তর ব্যবধানে বিজয়ের উল্লাসে জনস্রোতে ভাসছে শৈলকুপা। ২ লাখ ৮৮ হাজার ২৫৪ ভোটের মধ্যে নৌকার দলীয় প্রার্থী শেফালী বেগম ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮’শ ১৬ ভোট পেয়েছেন। তিনি বিস্তর ব্যবধানে বিএনপি দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এ্যাড. হুমায়ুন বাবর ফিরোজকে পরাজিত করেছেন। বেসরকারীভাবে শেফালী বেগমকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
গত বছর ৪ নভেম্বর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও (আমৃত্যু) উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন এর মৃত্যুতে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয়। শুরু হয় নতুন গুঞ্জন, কে পাচ্ছেন দলীয় টিকিট? ১০ হেভিওয়েট প্রার্থীর লবিং গ্রুপিং আর প্রতিযোগিতার সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে কাঙ্খিত নৌকা প্রতীক লাভ করেন প্রয়াত বীরমুক্তিযোদ্ধা সোনা শিকদার পত্মী শেফালী বেগম। পৌরসভাসহ উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নের ২ লাখ ৮৮ হাজার ২৫৪ জন ভোটার নিয়ে শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচন। আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের বিপরীতে ধানের শীষ নিয়ে বিএনপি দলীয় প্রার্থী সাবেক ছাত্রনেতা থানা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক এ্যাড. হুমায়ন বাবর ফিরোজ ধানের শীষ প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৪৪৫২। এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী আনিচুর রহমান আনারস প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৯৭৫ ভোট।
অপরদিকে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী হুমায়ুন বাবর ফিরোজ বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। তিনি তার নিজস্ব ফেসবুক আইডিতে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও সাংবাদিকদের মোবাইল ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এছাড়াও নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাগণ তার কোন অভিযোগ আমলে নেয়নি এবং প্রশাসনিক সহযোগীতা করেনি বলে মন্তব্য করেন। একই সাথে গত পৌরসভা নির্বাচনে ৮নং ওয়ার্ডের স্থগিত থাকা কাউন্সিলর পদে ৬৭৮ ভোট পেয়ে প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন সাইফুল ইসলাম। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাবেক কাউন্সিলর শওকত আলী ৫৬২ ভোট পেয়েছেন। উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জুয়েল আহম্মেদ জানান, ১২০টি কেন্দ্রে ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কোন প্রার্থী

নির্বাচন সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ জানায়নি। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তারা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

আবারও কালীগঞ্জের নগর পিতা নির্বাচিত হলেন আশরাফ

৫ম ধাপে ২৮ তারিখ গতকাল রবিবার সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলা ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন- নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
আশরাফুল আলম আশরাফ পেয়েছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে ১৯ হাজার ৩২৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ¦◌ী ধানের শীষ প্রতীকের আলহাজ্ব মাহাবুবার রহমান পেয়েছেন ৩ হাজার ৭৪ ভোট। এছাড়াও স্বতন্ত্র নারিকেল গাছ প্রতীকের এনামুল হক ইমান পেয়েছেন ২ হাজার ৮১৬ ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের মোঃ নুরুল ইসলাম পেয়েছেন ১ হাজার ৪৭১ ভোট।
এছাড়াও সাধারাণ কাউন্সিলর পদের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন (পুরুষ): ১নং ওয়ার্ড- মোঃ রাশেদুল হক রিগান, ২নং ওয়ার্ডে মোঃ রুবেল মিয়া, ৩নং ওয়ার্ডে মোঃ আশরাফুজ্জামান রনি, ৪ নং ওয়ার্ডে বদিউজ্জামান সাজু, ৫নং ওয়ার্ডে মনিরুজ্জামান (বিনা প্রতিদ্বন্দি¦তায়), ৬নং ওয়ার্ডে মোঃ নাসির উদ্দিন লিটন, ৭নং ওয়ার্ডে মোঃ মুক্তার হোসেন, ৮ নং ওয়ার্ডে মেহেদী হাসান সজল ও ৯নং ওয়ার্ডে মোঃ ফিরোজ আহমেদ সেন্টু।
নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট কেন্দ্রে বিজিবি, পুলিশ, আনসার, স্ট্রাইকিং ফোর্স, মোবাইল কোট টিম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয় ।
উল্লেখ্য এই সর্বপ্রথম কালীগঞ্জে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ।
সাধারণ ভোটারদের মতামত গ্রহণ করলে তারা জানান, ইভিএমে ভোট প্রদান খুবই সহজ মনে হয়েছে তাদের কাছে। তারা কোনো ধরনের চাপ ছাড়াই খুব সুন্দর ভাবে ভোট প্রদান করেছেন।